দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ··16·JUL··2005···
পৃষ্ঠা ··· ১৪ কলাম ··· ৩ ·····

মাদ্রাসা শিক্ষা অতি জরুরী কেন

মাওলানা আব্দুল হক চৌধুরী

॥ শেষ কিস্তি ॥

আমাদের দেশে প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে অভিভাবকগণের মধ্যে বিভিন্ন চিন্তাধারা বিরাজমান রয়েছে। একদল সরকারী প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি অন্যদল বিদেশী শিক্ষা, তাদের সংস্কৃতির প্রতি আকর্ষিত। তাই তারা কেজি স্কুল বা এই ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতি আগ্রহী। উভয় দল বা, তাদের মতাবলম্বীগণ ভবিষ্যতের শিক্ষার সুবিধায়ই নিজ ছেলে-মেয়েদের এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করতে আগ্রহী বা চেষ্টিত। অন্য এক সুশীল চিন্তাবিদ দল তারা দ্বীনী শিক্ষায় শিক্ষিতকরণের জন্য নিজ ছেলে-মেয়েদের মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করেন।

প্রাথমিক শিক্ষার স্তরেই শিক্ষার পরিবেশ প্রতিক্রিয়া, আচার-আচরণ, লেবাছ পোশাক, খেলাধূলা ইত্যাদির প্রতিক্রিয়ায় ছেলে- মেয়েদের মন মানসিকতার মধ্যে আধুনিকতা তথা ইসলাম বিরোধী বিরাট প্রভাব ফেলতে শুরু করে। একে অপরকে ঘৃণা, তুচ্ছ মনে করা স্বাভাবিক। ফলশ্রুতিতে দাখিল- মেট্রিক, আলিম- আইএ ফাজিল-বিএ বা কামিল-এমএ বেশীর ভাগ শিক্ষার্থীগণ একে অপরের প্রতি বিদ্বেষ, মৌলবাদী-বিদেশী শিক্ষার দালালবাদী, সভ্য-অসভ্য, মানসিক চিন্তা জন্ম নিতে থাকে। যা আজকাল মৌলবাদী-তালেবান বাহিনী তথা পাশ্চাত্যের ও ইহুদীবাদের দালাল বিভিন্ন চিন্তা ধারার কথা পত্র-পত্রিকায় দেখা যায়, যা বাস্তব শিক্ষার প্রতিক্রিয়া বা সুফল হতে পারে না। সুশীল সমাজ তা মেনে নিতে পারে না।

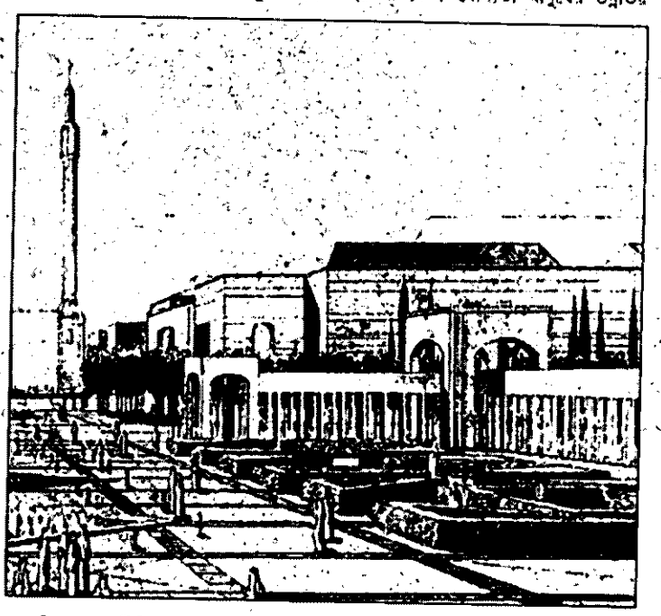

বর্তমানে শিক্ষা ব্যবস্থায় যে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে তা যোগ্যতা সৃষ্টিকারী শিক্ষা বলা যায় না। নোট বই বা নকলের মাধ্যমে পরীক্ষায় পাস করার চেষ্টা মাত্র। নকল আংশিকভাবে বন্ধ হয়েছে তবে যেভাবে বন্ধ হয়েছে তা মোটেই প্রশংসনীয় নয়। লাখ লাখ ছাত্রের জীবন নষ্ট করার কোন যৌক্তিকতা নেই। ঘুষ, চুরি, ডাকাতি, চাঁদাবাজি যাবতীয় দুর্নীতি দেশ জুড়ে চলছে তা বন্ধ করার কোন উদ্যোগ নেই। আইনের ব্যবস্থা ছাড়া বিশেষ পন্থায় বন্ধ করার কোন চেষ্টা করা হচ্ছে না। বাপ-চাচা অফিসে চাকরি করে ঘুষ খায়, দুর্নীতি করে, তাদের দুর্নীতিতে বাধা দেয়া যাচ্ছে না। আপত্তিও নেই, সুযোগ দেয়াই দুর্নীতির নামান্তর। ছেলে নকল করলে আপত্তি, বহিষ্কারের জীবন নষ্ট সে যদি প্রশ্ন করে যে আমাদের মুরব্বীগণ

বাধাহীনভাবে দুর্নীতি করেন, তাদের কেন বিচার হয় না। শিক্ষা লাভের জন্য নকলজনিত সামান্য দুর্নীতি করলে বহিষ্কার করতঃ আমার জীবন নষ্ট করার কি যুক্তি থাকতে পারে। ১নম্বর দুর্নীতিগ্রস্ত আমাদের দেশ। দেশের মান বিদেশে না হলে শিক্ষার মান কি করে হতে পারে? এই জাতীয় প্রশ্ন প্রত্যেক ছাত্রই করতে পারে। এটাও প্রশ্ন করতে পারে যে, শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী নিজ অফিসের দুর্নীতি বন্ধ করতে পারছে না, বরং পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করছেন। আর আমাদের জীবন নষ্ট করার জন্য তারা খড়গ হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। যা হোক' এ সম্পর্কে আমি বিশেষ আলোচনা করতে চাই না বরং বলতে চাই যোগ্যতা সৃষ্টিকারী শিক্ষা প্রদানের প্রয়োজন। অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য ভীড় জমে, বাকী প্রতিষ্ঠানে এইরূপ হয় না কেন? যোগ্যতা মানুষের উন্নতির ভিত্তি, যোগ্যতা হলেই মানবতার বহিঃপ্রকাশ স্বাভাবিকভাবে হবে।

এই উপলক্ষে কওমী মাদ্রাসার বোর্ড সমূহের প্রধানদের একত্রিত করে তাদের সঙ্গে আলোচনা করতঃ সারাদেশে এক পাঠ্যসূচীতে লেখাপড়া করানোর অনুরোধ করা যেতে পারে। আনুষঙ্গিকভাবে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি করণের উদ্দেশ্যে একসঙ্গে পরীক্ষা লওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণেরও সুপারিশ করা যেতে পারে। এটা বাস্তবায়িত হলে যেমন যোগ্যতা সৃষ্টি হবে, তেমনি কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পাবে। তখন পূর্বের আলোচনা অনুসারে তাদের মাধ্যমে সরকারী বেসরকারী অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষাদান সম্ভব হবে।

বলাবাহুল্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে যোগ্যতা সৃষ্টি বিভিন্ন শিক্ষা পদ্ধতি ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় সাধন একান্ত কাম্য। এইজন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ অতি বাঞ্ছনীয়।

১. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষকের শূন্যপদ পূরণ করতঃ ক্লাসে উপযুক্ত শিক্ষাদান, ছাত্রদের ক্লাসে উপস্থিত থাকতে বাধ্য করবে।

২. ছাত্রদের উপস্থিতির শতকরা হার বাধ্যতামূলক ব্যবহারকরণ অন্যথায় পরীক্ষাদান হতে বিরত রাখা।

৩. নোট বই নিষিদ্ধ করতঃ নিয়মিত শিক্ষকগণের বাইরে টিউশনি নিষিদ্ধকরণ, টিউশনির প্রতিষ্ঠান বন্ধ করা।

৪. ছাত্রদের রাজনীতি হতে দূরে রেখে নিয়মিতভাবে লেখাপড়ায় মনোযোগী করা।

৫. মাদ্রাসা শিক্ষার ইসলামী বিষয়বস্তুর লেখাপড়ায় আকর্ষণ সৃষ্টি করা।

৬. মাদ্রাসা শিক্ষার ডিগ্রীগুলোকে সাধারণ শিক্ষার সমমান করা, যাতে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীগণের সাধারণ শিক্ষার প্রয়োজনে অতিরিক্ত সময় ব্যয় করতে না হয়।

৭. সরকারী মাদ্রাসা শিক্ষা ও কওমী মাদ্রাসা শিক্ষার মধ্যে সমন্বয় সাধন করা, কওমী মাদ্রাসায় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করতঃ জরুরী বিষয় পাঠ্যসূচীতে তালিকাভুক্ত করা।

৮. কওমী মাদ্রাসার পাঠ্যসূচীতে ইসলামী বিষয়সমূহের পরই বাংলা ভাষাকে প্রাধান্য দান করতঃ বাংলা ভাষায় জ্ঞান অর্জন করণে বাধ্য করা। যাতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অফিস আদালতে চাকরি করতে সক্ষম হয়।

৯. মাদ্রাসা শিক্ষার স্বাতন্ত্র্যতা রক্ষা করতঃ ইসলামী তাহজীব তমদ্দুনের অনুকরণ অনুসরণে বাধ্য করা।

১০. মাদ্রাসার স্বাতন্ত্র্যতা রক্ষাকল্পে মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য পৃথক আইন পৃথক পোশাকের ব্যবস্থা করা, বিজাতীয় পোশাক পরিচ্ছদ পরিহার, নিয়মের বাইরে চুল দাড়ি কাটা, মাদ্রাসার শিক্ষার জন্য নিষিদ্ধ করা।

১১. যেহেতু মাদ্রাসা শিক্ষার্থীগণ বঞ্চিত, তাই মুক্তিযোদ্ধাদের মত মাদ্রাসা শিক্ষার্থীর জন্য সরকারী চাকরিতে কোটা বরাদ্দ করা।